المكتب التعاوني للدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجبيل
إدارة التعليم/ قسم المناهج

مقرر مادة الفقه

للمستوى الأول (بنغالي)

ترجمة: محمد عبد الله الكافي

ফিকাহ্

(লেভেল- ১)

অনুবাদঃ মুহাঃ আবদুল্লাহ্ আল কাফী

জুবাইল দা'ওয়া এ্যান্ড গাইডেন্স সেন্টার, পোঃ বক্স নং ১৫৮০। সৌদী আরব॥
ফোন/৩৬২৫৫০০ এক্স: ১০১১ ফ্যাক্স - ৩৬২৬৬০০

كتاب الطهارة
পবিত্রতা অধ্যায়

যেহেতু পবিত্রতা হলো নামায বিশুদ্ধ হওয়ার প্রধানতম শর্ত, তাই এই অধ্যায়ের আলোচনা প্রথমে করা হল।

পবিত্রতার (الطهارة) সংজ্ঞাঃ

ময়লা- আবর্জনা, নাপাক ও অশুচি থেকে মুক্তিলাভ ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করাকে الطهارة বা পবিত্রতা বলা হয়।

পবিত্রতা বৈধ করণের রহস্য ঃ

ইসলাম সর্বদা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি আহবান জানায়। বিশেষ করে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে। এ সময় পবিত্রতা অর্জন করা ইসলামে অপরিহার্য। পবিত্রতা হল নামায বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত।

এ জন্য প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পবিত্র করা ইসলাম আবশ্যক করেছে। কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেই যাবতীয় ভাল-মন্দ কর্ম সম্পাদন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধুলা-বালি, ময়লা-আবর্জনার সম্মুখিন এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই হতে হয়। তাই ইসলাম অপরিহার্য করেছে একজন মুসলিম আত্মীক পবিত্রতার সাথে সাথে দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করেই তবে (নামাযের মত একটি মহান ইবাদতে) আল্লাহ্র দরবারে দন্ডায়মান হবে।

পবিত্রতা অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'আলার এরশাদ হচ্ছে:

" إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين"

অর্থাৎ- "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা বাক্বারা- ২২২)

ময়লা- আবর্জনা শরীরের লোমকুপ বন্ধ করে দেয় এবং এতে সেখানে নানা প্রকার জীবানুর অনুপ্রবেশ ঘটে। যা নানা ধরণের রোগের সৃষ্টি করে। সুতরাং উহা ধুয়ে ফেলে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, রোগ-বালাই থেকে মুক্ত থাকার অন্যতম মাধ্যম।

আধুনিক যুগের চিকিৎসা পন্ডিতগণ এ কথাই বলেছেন। (পবিত্রতা হল স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান কবচ)

নাপাকীর প্রকারভেদ ঃ

১) বড় নাপাকীঃ এতে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন- বীর্যপাত, ঋতুস্রাব, সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব ইত্যাদি।
২) ছোট নাপকীঃ এতে শুধু ওযু ওয়াজিব হয। যেমন- পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া, ঘুমানো, উটের গোস্ত খাওয়া ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদঃ পানির প্রকারভেদ এবং উহার বিধান

যেহেতু পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানিই হলো সর্বোত্তম মাধ্যম, তাই উহার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো॥

ক) পানি দুই প্রকারঃ পাক ও নাপাক অর্থাৎ পবিত্র ও অপবিত্র পানি।

১। পবিত্র পনিঃ পবিত্র পানি সেই পনিকে বলা হয় যা তার সৃষ্টিগত স্বভাবের উপর অবশিষ্ট আছে। যেমন- কুপের পানি, নদীর পানি, সমুদ্রের পানি, প্লাবনের পানি ইত্যাদি।
এই প্রকার পানির হুকুম বা বিধানঃ ইহা পবিত্র। উহা নাপাকী বিতাড়িত করে এবং অপবিত্রতা দূরীভূত করে।

২। অপবিত্র পানিঃ অপবিত্র পানি সেই পানিকে বলা হয়, যার মধ্যে কোন নাপাকী পড়ার কারণে তার রং বা স্বাদ বা ঘ্রাণ পরিবর্তন হয়ে যায়। পানি কম হোক বা বেশী হোক।
এই প্রকার পানির হুকুম বা বিধানঃ পবিত্রতা অর্জনের জন্য এই পানি সাধারণভাবে নাজায়েয। এমনি ভাবে খানা-পিনার ক্ষেত্রেও উহা ব্যবহার অবৈধ। অবশ্য শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী একান্ত প্রয়োজনের সময় (জান বাঁচানোর জন্য খানা-পিনার ক্ষেত্রে) উহার ব্যবহার বৈধ। শরয়ী মূলনীতিঃ الضرورات تبيح المحظورات। (প্রয়োজন অবৈধকে সাময়িকের জন্য বৈধ করে)।

খ) কয়েকটি মাসআলাঃ

❋ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্থির পানিতে প্রস্রাব করা, অতঃপর সেখানে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "তোমাদের কেহ যেন প্রবাহমান নয় এমন স্থির পানিতে পেশাব করে আবার সেখানে গোসল না করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

❋ পানি বা এ জাতীয় বস্তুর পবিত্রতায় সন্দেহ হলে একিন বা পূর্ব-নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করবে। যদি উহার আসল পূর্বে নাপাক ছিল এমন হয়। অতঃপর সন্দেহ হয় যে উহা পাক না নাপাক। তাহলে পূর্ব একিনের উপর ভিত্তি করবে। অর্থাৎ উহা নাপাক। এমনি ভাবে উহার বিপরীত হলে পাক। ইসলামী মূলনীতি- اليقين لا يزول بالشك। অর্থাৎ- "সন্দেহের দ্বারা একিন (নিশ্চয়তা) দূরীভূত হয় না।"

❋ কাপড় ইত্যাদীতে নাপাকীর নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে এমন স্থান ধৌত করবে যাতে বিশ্বাস জম্মে যে নাপাকী বিদূরীত হয়েছে।

❋ দু'টি পাত্রে পানি আছে। একটিতে পাক অন্যটিতে নাপাক। কিন্তু নির্দিষ্ট করনে সন্দেহ হয়ে গেছে। তাহলে পাক বলে দীলে যেটাকে প্রাধান্য দেয় সেটিই ব্যবহার করবে। আর যদি কোনটা পাক কোনটা নাপাক এর কোনটাই তার নিকট প্রাধান্য না পায় তাহলে উভয়টি পরিত্যাগ করে তায়াম্মুম করবে।

❋ সম্পূর্ণ অপবিত্রতা দূর করা তখনই যথেষ্ট হবে যখন উহার প্রত্যক্ষ নাপাকী বিদূরীত হয়ে যাবে। উহা যমীনের উপর হোক বা অন্য কোন স্থানে। নাপাকীর রং অবশিষ্ট থাকলেও তাতে কোন অসুবিধা নেই। আনস (রা:) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে পেশাব করে দিলে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(.... دَعُوْهُ، حَتىَّ إذاَ فَرَغَ دَعاَ بِماَءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ)

"..... তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। সে যখন প্রস্রাব করা শেষ করল, তখন তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন। তারপর উক্ত স্থানে পানি প্রবাহিত করে দিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

❋ কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাত্র নাপাক। উহা পবিত্র করার জন্য ৭ বার ধৌত করতে হবে। প্রথম বার হতে হবে মাটি দ্বারা। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(طَهُوْرُ إناَءِ أحَدِكُمْ إذاَ وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أنْ يُغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ)

"তোমাদের কারো পাত্র কুকুর এঁটো করলে উহা পবিত্র করার জন্য সাত বার ধৌত করবে, প্রথম বার মাটি দিয়ে ধৌত করবে।" (বুখারী ও মুসলিম, ভাষ্য মুসলিমের)

* বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)

প্রশ্নমালাঃ

১। পবিত্রতার সংজ্ঞা দাও। উহা বৈধ হওয়ার রহস্য কি?

২। নাপাকীর প্রকারভেদ উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৩। পানি কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলো ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করঃ

ক) নাপাক পনি সেই পানিকে বলা হয়, যার রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ কোন পাক বস্তুর কারণে পরিবর্তীত হয়ে যায়।

খ) নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ওযুর জন্য নাপাক পানি ব্যবহার করা বৈধ।

গ) পানির পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ হলে উহা পরিত্যাগ করে তায়াম্মুম করবে।

ঘ) কোন পানি পাক আর কোনটা নাপাক সন্দেহ হয়ে গেলে এই পানি দিয়ে একবার ঐ পানি দিয়ে দ্বিতীয় বার অযু করতে হবে।

৫। সাধারণ নাপাকী এবং কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাকীর মাঝে পার্থক্য নিরুপন কর? এ ব্যাপারে দলীল উল্লেখ কর।

অনুচ্ছেদ - পাত্র

যেহেতু পাত্র পানি ধারণ করে তাই উহার বিধান আলোচিত হল॥

ক) الآنية (পাত্র)ঃ

শব্দটি إناء ধাতুর বহুবচন। পাত্র বলতে এমন ধরণের বাসন-পাত্র উদ্দেশ্য যা মানুষ খানা-পিনা এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করে থাকে। সেই পাত্র লোহা, তামা, কাঠ, চামড়া বা এজাতীয় যে কোন পবিত্র বস্তু দিয়ে তৈরী হোক না কেন।

খ) স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার অবৈধঃ

স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র বা উহা দ্বারা মেরামত কৃত পাত্র ব্যবহার করা হারাম। এমনি ভাবে স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা রংকৃত বাসনও ব্যবহার অবৈধ। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রৌপ্য দ্বারা সামান্য স্থান মেরামতকৃত পাত্র ব্যবহার জায়েয।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

(لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِيْ الآخِرَةِ)

"তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করবে না। রেশম এবং দ্বীবাজ[১] পরিধান করবে না। কেননা এ গুলোর ব্যবহার তাদের (কাফেরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য পরকালে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সাধারণতঃ বাসন-পাত্র দরকারী কাজে ব্যবহার এবং উহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যই গ্রহণ করা হয়। অহংকার এবং গর্ব প্রকাশ করার জন্য নয়। তাছাড়া স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা গরীব দুঃখী এবং অভাবীদের ব্যথিত ও মনঃপীড়া দেয়ারই নামান্তর।

গ) অমুসলিমদের পাত্র ব্যবহার করার বিধানঃ

অমুসলমানদের পাত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি অপবিত্র নয়- এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকলে উহা ব্যবহার করতে ইসলামে কোন বাধা নেই। (বুখারী, মুসলিম) এই বিধানের মাধ্যমে ইসলামের উদারতা, মহত্ত্ব, সহজতা ও সরলতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এমনি ভাবে কাফেরদের তৈরী বাসন-পাত্র, কাপড়-চোপড় ক্রয় করে ব্যবহার করাও বৈধ।

তবে তাদের ব্যবহৃত পাত্র খাদ্যের জন্য ব্যবহার করতে চাইলে- উহা ছাড়া অন্য পাত্র না পাওয়ার ক্ষেত্রে- তা ভালভাবে ধুয়ে খানা-পিনাতে ব্যবহার করতে পারবে। (বুখারী, মুসলিম)

ঘ) মৃত পশুর চামড়ার বিধানঃ

মৃত পশুর চামড়া দাবাগাত (শোধন) ব্যতীত নাপাক। শোধন করার পর চামড়া যে কোন কাজে ব্যবহার বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে, এমন মৃত পশুর চামড়া হতে হবে যার গোস্ত খাওয়া শরীয়তে বৈধ। অর্থাৎ- গোস্ত খাওয়া বৈধ পশু যদি যবেহ্ ব্যতীত মারা যায়, তবে উহার চামড়া শোধন করে ব্যবহার করা জায়েজ।

---

[১]. দ্বীবাজ বলা হয়- খাঁটি রেশম দ্বারা তৈরী এক ধরণের পোশাককে।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেনঃ إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ "কাঁচা চামড়া দাবাগাতের মাধ্যমে শোধন করা হলে উহা পাক হয়ে যায়।" (মুসলিম)

মৃত পশুর চুল এবং পশম পাক। উহা বুননের যাবতীয় কাজে ব্যবহার যোগ্য।

নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রাণী ব্যতীত সকল মৃত প্রাণীই নাপাক। মানুষ, মাছ এবং এমন প্রাণী যার মধ্যে রক্ত প্রবাহিত নয়। যেমন- মাছি, ফড়িং প্রভৃতি।

প্রশ্নমালা ঃ

১। শুণ্যস্থান পূরণ করঃ

ক) অমুসলমানদের পাত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি অপবিত্র নয়- এ ব্যাপারে .....।

খ) মৃত পশুর চামড়া .....ব্যতীত উহা.....।

গ) মৃত পশুর চুল .....। উহা বুননের কাজে .....।

২। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও।

ক) স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারঃ পবিত্র ☐ অবৈধ ☐ বৈধ ☐

খ) মৃত প্রাণীর চুলঃ সুন্দর ☐ পবিত্র ☐ অবৈধ ☐

গ) মানুষ মৃত্যুর পরঃ নাপাক ☐ হালাল ☐ পবিত্র ☐

৩। স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা অবৈধ কেন? দলীল দাও।

৪। শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করঃ-

ক) গোস্ত খাওয়া বৈধ পশু যদি যবেহ্ ব্যতীত মারা যায়, তবে উহার চামড়া শোধন করে ব্যবহার করা জায়েজ।

খ) সকল মৃত প্রাণীই নাপাক।

গ) স্বর্ণের পানি দিয়ে রংকৃত পাত্র ব্যবহার বৈধ।

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তেন্‌জা, কুলুখ এবং শৌচকার্যের আদব

ভূমিকাঃ ইসলাম মানুষের শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত খারাপ বস্তু অপসারন করা আবশ্যক করেছে। এবং উহা অপসারনের ক্ষেত্রকেও পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক করেছে। যেন একজন মুসলিম নিজেকে নাপাক এবং দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়, যা থেকে সুস্থ মানুষ ও সঠিক প্রকৃতি ঘৃণাবোধ করে।

১। শৌচকার্যের আদবঃ

প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে ইসলামে যে সকল আদবের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক) শৌচাগারে প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পাঠ করা- **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ** অর্থাৎ- "হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি-যাবতীয় দুষ্ট জ্বীন ও জ্বীন্নী থেকে।" (বুখারী ও মুসলিম)
সেখান থেকে বের হয়ে পাঠ করা- **غُفْرَانَكَ** অর্থাৎ "তোমার ক্ষমা চাই হে প্রভু!" (আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনু মাজাহ্, ইমাম নবুবী হাদীছটিকে ছহীহ্ বলেছেন।)

খ) প্রবেশের সময় বাম পা এবং বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখবে।

গ) আল্লাহ্র যিকির বা কালাম সম্বলিত কোন বস্তু নিয়ে প্রবেশ করবে না। তবে উহা হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সাথে রাখা যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)

ঘ) রাস্তা, ফলদ্বার বা ছায়াদ্বার বৃক্ষের নীচে পেশাব-পায়খানা করবে না। (মুসলিম)

ঙ) ফাঁকা মাঠে পেশাব-পায়খানার সময় ক্বিবলা সামনে বা পিছনে রেখে বসবে না। তবে চার দেয়ালের ঘেরার মধ্যে হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)

চ) লোক চক্ষুর অন্তরালে পর্দার সহিত শৌচকার্য করবে। (বুখারী, মুসলিম)

ছ) ডান হাতে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করবে না বা ইস্তেন্‌জা ব্যবহার করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

জ) দাঁড়িয়ে পেশাব করবে না। অবশ্য দু'টি শর্তে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়ঃ (১) লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকলে। (২) পেশাবের ছিটা থেকে নিরাপদ থাকলে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)

২। ইস্তেন্‌জা এবং কুলুখঃ

ইস্তেন্‌জা ঃ পবিত্র পানি দ্বারা পেশাব বা পায়খানার রাস্তা পরিস্কার করাকে ইস্তেন্‌জা বলা হয়।

কুলুখ ঃ পাথর ইত্যাদি দ্বারা পেশাব বা পায়খানার রাস্তা পরিস্কার করাকে কুলুখ বলা হয়।

৩। যে সকল বস্তু দ্বারা কুলুখ নেয়া জায়েয ঃ

ক) পবিত্র পাথর। (বুখারী)

খ) সম্মানযোগ্য নয় এমন সাধারণ পবিত্র কাগজ, নেকড়া (কাপড়ের টুক্‌রা) এবং প্রত্যেক পবিত্র বৈধ বস্তু।

কুলুখের শর্ত হলোঃ

উহা তিনবার ব্যবহার করবে। প্রয়োজনে তিনের অধিক ব্যবহার করা যায়। তবে বেজোড় সংখ্যা হওয়া উত্তম।

নাপাকী যদি পেশাব- পায়খানার রাস্তাদ্বয় অতিক্রম করে অন্য স্থানেও লেগে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে পবিত্র পানি ব্যবহার আবশ্যক। অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন যথেষ্ট নয়।

৪। যা দিয়ে কুলুখ নেয়া অবৈধঃ

১) হাড়, উহা জ্বীন জাতির খাদ্য। (দারাকুত্বনী)

২) গোবর, উহা জ্বীনদের প্রাণীকুলের খাদ্য। (দারাকুত্বনী)

৩) খাদ্য।

৪) প্রত্যেক সম্মানিত বস্তু।

৫। ইস্তেন্‌জা এবং কুলুখ ব্যবহারের বিধানঃ

বায়ু নির্গত হওয়া ব্যতীত পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলেই ইস্তেন্‌জা বা কুলুখ ব্যবহার করা অপরিহার্য (ওয়াজিব)। এ ক্ষেত্রে অলসতা করা মোটেও উচিত নয়। কেননা সাধারণতঃ কবরের আযাব এ কারণেই হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দু'টি কবরের নিকট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেনঃ

(إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَي بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الآخَرَ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ....)

"কবর দু'টির অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। আযাবের কারণ খুব বড় নয়। হ্যাঁ উহা বড় পাপই তো। তাদের একজন চুগলখোর (যে ব্যক্তি আড়ালে নিন্দা করে বা লাগায়) ছিল। এবং অপরজন নিজেকে পেশাব থেকে পবিত্র রাখত না।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নমালাঃ

১) শৌচকার্যের তিনটি আদব উল্লেখ কর ।

২) ইস্তেন্‌জা এবং কুলুখের ক্ষেত্রে যে সকল বস্তু বৈধ এবং যা অবৈধ তা উল্লেখ কর।

৩) ইস্তেন্‌জা এবং কুলুখের বিধান কি ?

৪) শুণ্যস্থান পূরণ কর ঃ .....

ক) শৌচাগারে প্রবেশের সময় ..... এবং বের হওয়ার সময় ..... আগে রাখবে।

খ) শৌচাগরে প্রবেশের সময় বলবে .....।

গ) সেখান থেকে বের হয়ে পাঠ করবে .....।

ঘ) কোন ..... ছাড়া ফাঁকা মাঠে পেশাব-পায়খানার সময় ..... সামনে বা পিছনে রেখে বসবে না।

অনুচ্ছেদঃ ওযু

অযুর সংজ্ঞা ঃ
আল্লাহ্র নির্ধারিত পন্থানুযায়ী নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করাকে ওযু বলা হয়।

অযু বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত সমূহঃ

(১) التمييز। বা ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরুপন করার জ্ঞান থাকাঃ সাধারণত ৭ বছর বয়সের কিশোরকে مميز (বা ভাল-মন্দ জ্ঞানের অধিকারী) বলা হয়।
(২) নিয়ত করাঃ উহা আন্তরিকভাবে হবে, মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে নয়।
(৩) পানি পবিত্র হতে হবে।
(৪) চামড়া, নখ বা চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছতে বাধা দানকারী যাবতীয় বস্তু যেমন- আটা, মোম, মাটি বা তৈল ইত্যাদি অপসারণ করা।

ওযু করার পদ্ধতিঃ

ওযুর পূর্বে মুসলিম ব্যক্তি নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিয়ত (সংকল্প) করবে। অতঃপর বিসমিল্লাহ্ বলে ওযু শুরু করবে। প্রথমে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করার পর মুখে ও নাকে তিনবার পানি দিয়ে কুলি করবে ও নাক ঝাড়বে। অতঃপর তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করবে (কপালের উপর চুল গজানোর স্থান থেকে নিয়ে দাড়ির নিম্নভাগ, এবং এক কান থেকে নিয়ে অপর কান পর্যন্ত)। এরপর দু'হাত আঙ্গুলের শুরু থেকে কনুই পর্যন্ত তিন বার ধৌত করবে। প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত।

আবার নতুন করে দু'হাত পানি দিয়ে ভিজিয়ে তা দ্বারা মাথা মাসেহ্ করবে। দু'হাত মাথার অগ্রভাগ থেকে নিয়ে পিছন দিকে ফিরাবে অতঃপর অগ্রভাগে নিয়ে এসে শেষ করবে। তারপর দু'কান মাসেহ্ করবে। দু'হাতের দুই তর্জনী কানের ভিতরের অংশ এবং দু'বৃদ্ধাঙ্গলী দিয়ে বাহিরের অংশ মাসেহ্ করবে। এর জন্য নতুন ভাবে পানি নেয়ার দরকার নেই। অতঃপর দু'পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত করবে।

উল্লেখিত নিয়ম হলো ওযুর পূর্ণরূপ। তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি একবার বা দু'বার অথবা কোনটা একবার কোনটা দু'বার, কোনটা তিনবার ধৌত করা হয় তবে তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু মাথা মাসেহ্ শুধু একবারই করবে।

ওযুর জন্য ওয়াজিব হলঃ স্মরণ থাকাবস্থায় শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা। ভুলে গেলে এ বিধান রহিত হয়ে যাবে। তবে যখনই স্মরণ হবে বিসমিল্লাহ্ বলে নেবে।

ওযুর ফরয সমূহ্ঃ
ওযুর ফরয ৬টি। যেমন-
১) সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা। কুলি করা ও নাক ঝাড়া এর অন্তর্গত।
২) কুনুই পর্যন্ত দু'হাত ধৌত করা।
৩) সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করা। কান মাসেহ করাও এর অন্তর্গত।
৪) টাখনুসহ দু'পা ধৌত করা।

৫) তারতীব (ধারাবাহিকতা) রক্ষা করা। অর্থাৎ- ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা অন্যটার আগে ধৌত না করা।

৬) পরস্পর করা। অর্থাৎ এক অঙ্গ না শুকাতে অপর অঙ্গ ধৌত করা।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর কোন একটি বাদ পড়লে ওযু বিশুদ্ধ হবে না।

ওযুর সুন্নত সমূহঃ

১) মেসওয়াক করা। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَىَ أَمَّتِيْ - أَوْ لَوْلاَ أَنَ أَشُقَّ عَلى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضُوْءٍ)

"আমি আমার উম্মতের উপর বা মানুষের উপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তবে প্রত্যেক ওযুর সময় তাদেরকে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

২) ওযুর প্রারম্ভে কব্জি পর্যন্ত ৩ বার দু' হাত ধৌত করা।

৩) মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে কুলি করা ও নাক ঝাড়া।

৪) মাথা ব্যতীত যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিন বার করে ধৌত করা। মাথা শুধু এক বার মাসেহ্ করা।

৫) হাত- পায়ের আঙ্গুল এবং ঘন দাড়ি খিলাল করা।

৬) ডান সাইডকে বাম সাইডের উপর প্রাধান্য দেয়া। কেননা আয়েশা (রা:) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সকল বিষয়ে সাধ্যানুযায়ী ডান দিককে বেশী ভালবাসতেন। পবিত্রতা অর্জন করা, মাথা সিথি করা, জুতা পরা, (প্রভৃতি) তিনি ডান দিক হতে শুরু করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭) উভয় হাত ও উভয় পা মর্দন করা।

৮) ওযু শেষ করে এই দু'আ সমূহ পাঠ করাঃ

(١) أَشْهَدُ أَنْ لاإِلَهَ إلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসুল।" যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করবে তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

(٢) اللهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের শামিল কর।" (তিরমিযি)

(٣) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ .

অর্থাৎ "তুমি অতি পবিত্র হে আল্লাহ্! তোমার প্রশংসার সহিত আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।" (ত্ববরানী)

যে সকল ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন এবং ওযু আবশ্যকঃ

১) নামায। (সূরা মায়েদা- ৬, বুখারী)

২) কুরআন স্পর্শ করা। (নাসাঈ, দারাকুত্বনী)

৩) কা'বা শরীফের তওয়াফ করা। অবশ্য সাফা-মারওয়া সাঈর ক্ষেত্রে ওযু আবশ্যক নয়। (তিরমিযী, দারাকুত্বনী, হাকেম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।)

মেসওয়াক এবং উহার উপকারীতাঃ

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ **(السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)** মেসওয়াক হলো মুখের পবিত্রতা এবং প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। (আহমদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্, দারেমী) মেসওয়াক রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর একটি সুন্নাত। যার প্রতি তিনি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনকি প্রত্যেক ওযু বা নামাযের সময় উহা ওয়াজেব করে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু উম্মতের দুর্বলতার প্রতি খেয়াল করে তা করেননি। তাছাড়া মেসওয়াক দাঁতের হেফাজত ও নিরাপত্তা দান করে, মুখে সুগন্ধি ছড়ায়, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ পালনে সহায়তা করে।

আধুনিক দাঁতের ব্রাশের ব্যবহারেও মুখ ও দাঁতের পরিচ্ছন্নতা- যা আমাদের শরীয়তের উদ্দেশ্য- হাসিল হয়। তবে "আরাক" বা এ জাতীয় মেসওয়াকে সেই উদ্দেশ্য অধিক হাসিল হয়। তাছাড়া উহা অল্প খরচ ও সহজ লভ্যও বটে। এবং সুন্নাতের ক্ষেত্রে ইহাই অধিক নিকটবর্তী।

নিম্ন লিখিত ক্ষেত্র গুলোতে মেসওয়াকের মাধ্যমে রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত নিশ্চয়তার সাথে পালন করা সম্ভব ঃ

১) মুখের দুর্গন্ধ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে।

২) ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর।

৩) প্রত্যেক ওযুর পূর্বে।

৪) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে।

৫) কুরআন পাঠের পূর্বে।

৬) বাড়ীতে প্রবেশের মুহূর্তে।

❋ রোজাদার ব্যক্তি দিনের প্রথমে বা শেষে যে কোন সময় মেসওয়াক করতে পারে। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী।)

❋ দাঁত বিহীন ব্যক্তি মুখে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে ডানে বামে ফিরালেই সেওয়াকের ছওয়াব হাসিল করবে। (ত্বরানী)

ওযু বিনষ্টের কারণ সমূহঃ

১) যে কোন অবস্থায় পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হয়ে যাওয়া। যেমন: পেশাব, মযী, ওয়াদী ইত্যাদি। মযী বলা হয়- পাতলা আঠালো জাতীয় পানিকে যা স্ত্রী শৃঙ্গারে, বা সঙ্গমের কথা স্মরণ করলে বা ইচ্ছা করলে লিঙ্গ থেকে নির্গত হয়। হযরত আলী (রা:) বলেন, আমার খুব বেশী মযী নির্গত হত। তখন আমি মিক্বদাদ (রা:)কে অনুরোধ করলাম এ সম্পর্কিত বিধান নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন: "এতে ওযু করা আবশ্যক।" (বুখারী ও মুসলিম) আবু দাউদের বর্ণনায় বলা হয়েছে: "সে যেন স্বীয় লিঙ্গ এবং অন্ডেকোষ ধৌত করে নেয়।"

ওয়াদী বলা হয়, পেশাবের পর নির্গত গাঢ় সাদা পানিকে। এটা নাপাক। আয়েশা (রা:) বলেন, "ওয়াদী হচ্ছে যা পেশাবের পর নির্গত হয়। এজন্য লিঙ্গ এবং অন্ডকোষ ধৌত করবে এবং ওযু করবে। গোসল করবে না।" (ইবনুল মুনযির)

২) নিদ্রা অথবা অন্য কোন কারণে অজ্ঞান হলে। (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।) বসা অবস্থার নিদ্রা ওযু ভঙ্গ করে না। (মুসলিম)

৩) কোন পর্দা ব্যতীত গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা। শিশুর গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করলেও ওযু নষ্ট হয়। (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্।)

৪) উটের মাংশ ভক্ষন করা। (মুসলিম)

প্রকাশ থাকে যে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া, বমি করা, শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া, স্ত্রীকে চুম্বন করা ইত্যাদী কারণে ওযু বিনষ্ট হয় না। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে ওযু বিনষ্ট হওয়ার পক্ষে বিশুদ্ধ কোন হাদীস নেই।

পাক-নাপাকের ক্ষেত্রে সংশয় হলে তার বিধানঃ

যে স্বীয় পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত অতঃপর সন্দেহ হল- হয়তো অপবিত্র হয়ে গেছে। তবে সে পবিত্র হিসেবেই গণ্য। নতুন করে পবিত্রতা অর্জনের দরকার নেই। আর যে স্বীয় নাপাকীর ব্যাপারে নিশ্চিত অতঃপর সন্দেহ হল- হয়তো সে পবিত্রতা অর্জন করেছে। তবে সে অপবিত্র হিসেবেই গণ্য। তাকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

ইসলামী মূলনীতি হল- اليقين لا يزول بالشك অর্থাৎ- "সন্দেহের দ্বারা একিন (নিশ্চয়তা) দূরীভূত হয় না।"

ওযুর ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিঃ

১) ঘাড় মাসেহ করা। এরূপ করা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণীত নয়। (অবশ্য এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস রয়েছে, তবে তার সবগুলোই দূর্বল হাদীস বিধায় তা আমল যোগ্য নয়।)

২) পরিপূর্ণরূপে ওযু না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি অংশে পানি পোঁছানোর ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়া।

৩) বিস্মিল্লাহ্ না বলা, কুলি এবং নাক ঝাড়ার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রকাশ করা।

৪) বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্ট কোন দু'আ পড়া। কারণ, এরূপ দু'আ পড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত নেই।

৫) পানি ব্যবহারে অপচয় করা। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এক মুদ (প্রায় ৩৫০ গ্রাম) পানিতে ওযু এবং এক সা' (প্রায় তিন কে.জি.) পানিতে গোসল করতেন।

৬) প্রত্যেক ওযুর পূর্বে পেশাব-পায়খানার রাস্তা ধৌত করা। এমনকি বায়ু নির্গত হলেও।

☞ মাস্আলাঃ

১) ওযুর কোন অঙ্গে যদি জখম থাকে তবে সে স্থান ধৌত করা ওয়াজিব। তবে ধৌত করার কারণে আরোগ্য লাভে দেরী হবে বা ক্ষতি হয়ে যাবে- এরূপ আশঙ্কা থাকলে সে স্থান মাসেহ্ করবে। মাসেহ্ করারও যদি সামর্থ না থাকে তবে ক্ষত স্থানের চতুর্দিক ধৌত করে তায়াম্মুম করবে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত ধারাবাহিকতা এবং ধোয়ার পর পরেই তায়াম্মুম করার পরম্পরা রক্ষা করা

আবশ্যক নয়। কেননা ধৌতকরণ পানি দ্বারা পবিত্র অর্জন করা এবং তায়াম্মুম মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

২) বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হলে বা অধিক বায়ু নির্গত হয় এমন ব্যক্তি কিংবা অতিরিক্ত ঋতুস্রাব রোগে আক্রান্ত মহিলা প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু করবে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট নাপাকী নিয়েই নামায পড়বে। অবশ্য এই ওযু নামাযের সময় হওয়ার পর করতে হবে।

৩) ওযুর সময় অন্যের সহযোগিতা নেয়া জায়েজ আছে।

৪) ওযু করার মুহূর্তে প্রয়োজনীয় কথা বলা অবৈধ নয়।

৫) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে (ওযু থাকলেও) নতুন ভাবে ওযু করা মুস্তাহাব বা ছওয়াবের কাজ।

প্রশ্নমালা ঃ

১) ওযুর সংজ্ঞা দাও। উহার শর্তগুলি উল্লেখ কর।

২) সংক্ষেপে ওযুর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩) নিম্ন লিখিত বাক্যগুলি পূর্ণ কর ঃ-

ক) মুখমন্ডল হচ্ছে ..... চুল গজানোর স্থান থেকে নিয়ে ....., এবং ..... থেকে নিয়ে ..... পর্যন্ত।

খ) ওযুর জন্য ওয়াজিব হল: ..... বলা। ভুলে গেলে এ বিধান ..... যাবে। তবে যখনই স্মরণ হবে ..... নেবে।

৪) ওযু ভঙ্গের কারণ গুলি নিম্নরূপঃ-

ক)পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।

খ)...

গ).....

ঘ)....

৫) কোনটি ওযুর ফরজ এবং কোনটি সুন্নত নির্ণয় করঃ

মিসওয়াক করা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, মুখমন্ডল ধৌত করা, বাম সাইডের পূর্বে ডান সাইড ধৌত করা, টাখনুসহ দু'পা ধৌত করা, ওযুর প্রারম্ভে কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা।

৬) মিসওয়াকের হুকুম কি? দলীলসহ্ উহার উপকারীতা বর্ণনা কর। কোন কোন ক্ষেত্রে মিসওয়াক করা সুন্নত?

৭) নিম্নলিখিত বাক্যগুলো থেকে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করঃ-

ক) যে ব্যক্তি স্বীয় অপবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত, কিন্তু সন্দেহ হয়েছে হয়তো সে পবিত্রতা অর্জন করেছে, তবে সে পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে।

খ) ওযুতে ঘাড় মাসেহ্ করা শরীয়ত সম্মত নয়।

গ) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এক মুদ বা (প্রায় ৩৫০ গ্রাম) পানি দ্বারা ওযু করতেন।

৮) বহুমূত্র বা মুসতাহাজাহ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বা কোন অঙ্গ জখম আছে এমন ব্যক্তির ওযুর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

পরিচ্ছেদঃ মোজা প্রভৃতির উপর মাসেহ্ করা

ভুমিকাঃ ইসলাম একটি মহৎ ও সরল ধর্ম। ইসলামী শরীয়তের মৌলনীতি বলছে ঃ **"المشقة تجلب التيسير"** "যত বিপদ তত আসান"। এই কারণে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে মোজা, চামড়ার জুতা, উলের মোজা বা হালকা সূতার মোজার উপর মাসেহ করার। এরূপ মাসেহ ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অজর্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: (دَعْهُمَا ، فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। তিনি ওযু করলেন। পা ধোয়ার পূর্বে আমি তাঁর মোজাদ্বয় খোলার ইচ্ছা করলাম। তিনি বললেনঃ "মোজা খোলার দরকার নেই। কেননা, পবিত্রাবস্থায় আমি উহা পরিধান করেছি। অতঃপর তিনি স্বীয় মোজার উপর মাসেহ করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মোজা প্রভৃতির উপর মাসেহ করার শর্ত সমূহঃ

কয়েকটি শর্তে মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ। শর্তগুলি নিম্নরূপঃ-

১) পূর্ণ পবিত্রাস্থায় উহা পরিধান করা।

২) পা ধৌত করার করার নির্দিষ্ট স্থান আচ্ছাদিত করে মোজা পরিধান করা। তাতে সামান্য ছেঁড়া থাকলেও তেমন অসুবিধা নেই।

৩) মোজদ্বয় বৈধ হতে হবে। চুরি করা মোজা বা অবৈধ মোজার উপর মাসেহ হবে না।

৪) উহা প্রত্যক্ষ পবিত্র বস্তু থেকে নির্মিত হতে হবে। নাপাক চামড়া বা কোন নাপাক বস্তু হতে নির্মিত হলে তাতে মাসেহ বৈধ হবে না।

৫) মাসেহ ছোট নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে হতে হবে।

৬) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাসেহ হতে হবে।

মোজা এবং ক্ষত স্থানে পট্টির উপর মাসেহ করার মধ্যে পার্থক্যঃ

১। মোজার উপর মাসেহ করা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট। পট্টির জন্য এরূপ সময় নির্দিষ্ট নেই।

২। শুধু মাত্র পায়ের মোজাতে মাসেহ বৈধ। কিন্তু শরীরের যে কোন স্থানে পট্টির উপর মাসেহ করা যাবে।

৩। মোজার জন্য শর্ত হলো-উহা পবিত্রাবস্থায় পরিধান করতে হবে। পট্টির জন্য এরূপ কোন শর্ত নেই।

৪। ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যই শুধু মোজার উপর মাসেহ বৈধ। কিন্তু পট্টির উপর মাসেহ ছোট-বড় সকল প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বৈধ।

মাসেহ্ করার পদ্ধতিঃ

চামড়ার মোজা, কাপড়ের মোজা বা পট্টির উপর মাসেহ করতে চাইলে পবিত্র পানিতে হাত ভিজিয়ে মোজার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থানের অধিকাংশের উপর (উপরের অংশে) হাত ফিরিয়ে মাসেহ্ করবে নীচের অংশে বা পিছনের অংশে নয়। (আবু দাউদ) আর পট্টির ক্ষেত্রে সমস্ত স্থানে মাসেহ্ করবে।

মাসেহ্ করার সময় সীমাঃ

মোজা প্রভৃতির উপর মাসেহ করার জন্য মুক্বীমের সময় সীমা হল এক দিন এক রাত। আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত। (মুসলিম) এই হিসাব শুরু হবে ওযু বিনষ্ট হওয়ার পর প্রথম মাসেহ থেকে।

তবে পট্টির জন্য কোন সময় সীমা নির্ধারিত নেই। পট্টি খুলে ফেলা বা আরোগ্য লাভ পর্যন্ত তা চলতে থাকবে।

মাসেহ্ ভঙ্গকারী বিষয় সমূহঃ

১) যে বস্তুর উপর মাসেহ করা হয়েছে উহা খুলে ফেললে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে।
২) মুসাফির এবং মুক্বীমের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে গেলে।
৩) নাপাক হয়ে গেলে। (যাতে গোসল ফরজ হয়)

প্রশ্নমালাঃ

১) "ইসলাম মহৎ ও সরল ধর্ম"- একথার দলীল পেশ কর।
২) মোজার উপর মাসেহ করার শর্ত সমূহ উল্লেখ কর।
৩) মোজ এবং পট্টির মাসেহ করার ৩ টি পার্থক্য উল্লেখ কর।
৪) 'ক' লাইনের বাক্যগুলো 'খ' লাইনের উপযুক্ত বাক্যের সাথে মিলিয়ে দাও:

[ক]	[খ]
মুক্বীমের জন্য মসেহ	নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নেই
পট্টির উপর মাসেহ	তিনদিন তিন রাত
মুসাফিরের জন্য মাসেহ্	এক দিন একরাত

৫) নিম্ন লিখিত বাক্যগুলি শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করঃ-

ক) মোজা খুলে ফেললেও তার মাসেহ্ বাতিল হবে না। মাসেহ্ বাতিল হবে শুধু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করলে।

খ) মোজার নীচের অংশে মাসেহ্ করতে হয়, উপর অংশে নয়।

গ) ছোট-বড় উভয় নাপাকী থেকে পবিত্রতার জন্য পট্টির উপর মাসেহ করা চলে।

পরিচ্ছেদঃ গোসল (স্নান)

পুর্ববর্তী আলোচনায় বুঝা গেছে যে, ওযু কয়েকটি অঙ্গের পবিত্রতা অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট। ওযুর দরকার তখনই যখন মুসলিম ব্যক্তি নামায, তওয়াফ বা কুরআন স্পর্শ করার ইচ্ছা করে। এই ওযুর চাইতে ব্যাপক কাজ হলো গোসল। গোসলের বিধান সারা শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

গোসল ওয়াজিব (আবশ্যক) হওয়ার কারণ সমূহঃ

নিম্ন লিখিত কারণগুলোর যে কোন একটির মাধ্যমে গোসল আবশ্যক হয়ঃ

১) স্বপ্নদোষ বা অন্য কোন কারণে (ঘুমন্ত বা জাগ্রতাবস্থায়, কোন পুরুষ বা মহিলার) বীর্যপাত হওয়া। (বুখারী, মুসলিম)

২) পুরুষাঙ্গ এবং স্ত্রীঅঙ্গ পরস্পর মিলিত হলেই উভয়ের উপর গোসল ফরজ। বীর্যপাত হোক বা না হোক। (আহমাদ, মুসলিম)

৩) ঋতুস্রাব বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব হওয়া । (হায়েজ, নেফাস হওয়া) (সূরা- বাকারা - ২২২)

৪) ইহুদী বা খৃষ্টান বা যে কোন কাফের ইসলাম গ্রহন করলে তার উপর গোসল আবশ্যক। (বুখারী, মুসলিম)

৫) যুদ্ধ ময়দানের শহীদ ব্যতীত মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গোসল দেয়া জীবিতদের উপর ফরয।

গোসলের পদ্ধতিঃ

প্রথমে নিয়ত করবে, অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করবে। লজ্জাস্থানে পানি ঢেলে উহা পরিস্কার করবে। অতঃপর পূর্ণরূপে ওযু করবে। মাথায় পানি ঢেলে আঙ্গুল চালিয়ে চুল খিলাল করবে। যখন বুঝবে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে গেছে তখন মাথায় তিন বার পানি ঢালবে এবং সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে। এ ক্ষেত্রে ডান সাইড থেকে কাজ আরম্ভ করবে।

মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর গোসলের বর্ণনা এরূপই এসেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, গোসলের ফরয দু'টি (ক) নিয়ত করা। (খ) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

যে সকল ক্ষেত্রে গোসল আবশ্যক নয় বরং মুস্তাহাব ঃ

১) জুম'আর দিন গোসল করা। (মুসলিম)

২) ঈদের দিন গোসল করা।

৩) হজ্জ বা উমরাহ্র জন্য ইহরামের পূর্বে গোসল করা। (তিরমিযী, দারাকুত্বনী)

৪) মক্কায় প্রবেশের আগে গোসল করা। (বুখারী, মুসলিম)

৫) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে গোসল করা।

গোসলের ক্ষেত্রে কতিপয় ত্রুটিঃ

১) চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানোর ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া।

২) মহিলার জন্য চুলের ঝুঁটি খোলার প্রয়োজন নেই। তবে তার জন্যও প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো আবশ্যক। (মুসলিম)

৩) শরীরের প্রতিটি অংশে পানি দিয়ে তা ভালভাবে ভিজানোর ব্যাপারে অলসতা করা।

৪) অপ্রয়োজনীয় ভাবে পানির অপচয় করা। অথচ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মাত্র এক সা' তথা প্রায় তিন কে.জি. পানি দ্বারা গোসল করতেন।

৫) বেপরওয়া হয়ে পর্দা বিহীন গোসল করা।

নাপাক ব্যক্তির উপর যা করা হারাম ঃ

১) নামায পড়া।

২) কা'বা ঘরের তওয়াফ করা।

৩) মুসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করা।

৪) কুরআন পড়া। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

৫) মসজিদে অবস্থান করা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

প্রশ্নমালাঃ

১) গোসল ওয়াজিব হওয়ার তিনটি কারণ উল্লেখ কর।

২) সংক্ষেপে গোসলের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩) কোনটি ফরজ গোসল এবং কোনটি মুস্তাহাব গোসল নির্ণয়ঃ
= ইহরামের সময় গোসল করা।
= কাফেরের ইসলাম গ্রহনের সময় গোসল করা।
= হায়েজ, নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করা।
= ঈদের দিন গোসল।
= জুমআর দিন গোসল।
= স্ত্রী মিলনের পর গোসল।

৪) গোসলের ক্ষেত্রে তিনটি ত্রুটি উল্লেখ কর।

৫) নাপাক ব্যক্তির উপর কি কি অবৈধ ?

অনুচ্ছেদঃ তায়াম্মুম

মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়ত মুসলিম ব্যক্তি থেকে কষ্ট দূরীভূত এবং সহজতার বৈশিষ্ট্যে অনন্য। এই শরীয়তে সহজতার ক্ষেত্র অনেক। তম্মধ্যে একটি হলো- কোন কোন অবস্থায় পবিত্র মাটিকে পানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضىَ أَوْ عَلىَ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتيممـوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنَّ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ)

অর্থাৎ "যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। অর্থাৎ স্বীয় মুখ মণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান- যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা আল্ মায়েদাহ্ - ৬)

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন ঃ

(جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ)

অর্থাৎ "যমীনের মাটি আমার জন্য পবিত্র এবং মসজিদ স্বরূপ করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির নিকট যদি নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তবে সে যেন উহা (দ্রুত) আদায় করে নেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

কখন তায়ম্মুম বৈধ?

নিম্নলিখিত অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধঃ

১। পানি না পাওয়া গেলে।

২। পানি ব্যবহার করতে বা তা সংগ্রহ করতে যদি আশঙ্কা হয়- তার দৈহিক ক্ষতি, বা সাথী ব্যক্তি বা স্বীয় মাহরাম মহিলা বা সম্পদের ক্ষতির, তবে (ফরয নামাযের সময় হলে বা নফল কোন নামায পড়ার ইচ্ছা করলে) তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। পরবর্তীতে পানি পাওয়া গেলেও উক্ত নামায ফিরিয়ে পড়ার দরকার নেই।

তায়াম্মুমের এই বিধান ছোট-বড় যে কোন নাপাকী বা উভয় প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রযোজ্য।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি ঃ

প্রথমে নিয়ত করবে অতঃপর বিসমিল্লাহ্ বলে উভয় হাতের করতল পবিত্র মাটিতে রাখবে। অতঃপর উহাতে ফুঁ দিয়ে মুখমন্ডল এবং বাম করতল দিয়ে ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত ও ডান করতল দিয়ে বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ছাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)কে তায়াম্মুমের পদ্ধতি শিখাতে গিয়ে বলেনঃ "তোমার জন্য এরূপ করা যথেষ্ট যে, উভয় হাতের তালু মাটিতে রাখবে। অতঃপর তাতে ফুঁ দিবে এবং তোমার মুখমন্ডল ও (কব্জি পর্যন্ত) দু'হাত মাসেহ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে দু'বার মাটিতে হাত মারা এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা। এ সম্পর্কে দারাকুত্বনীতে যে হাদীস রয়েছে তা অত্যন্ত দুর্বল। তাই উহা আমলের অযোগ্য।

তায়াম্মুমের শর্তাবলীঃ

১) নিয়ত করা।
২) পানি অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে অথবা ক্ষতির আশঙ্কা থাকায় উহা ব্যবহার করতে অক্ষম হওয়া।
৩) মাটি পাক-পবিত্র হওয়া।
৪) বৈধ মাটি থেকে তায়াম্মুম করা। অর্থৎ চুরি করা মাটি বা জবর-দখল কৃত মাটিতে হলে তা দ্বারা তায়াম্মুম হবে না।

তায়াম্মুম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহঃ

পানি পেলেই অথবা ইহা ব্যবহার করতে বাধাদানকারী কারণ দূরীভূত হলেই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও ব্যক্তি নামাযের মধ্যে থাকে। এমনি ভাবে ওযু বিনষ্টকারী কারণ বা গোসল ওয়াজেবকারী বিষয়ের কোন একটি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম বিনষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্নমালাঃ

১) "ইসলাম সহজ ধর্ম" একটি উদাহরণ দিয়ে এই বাক্যের ব্যাখ্যা কর।
২) কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার দলীল পেশ কর।
৩) তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার অবস্থাগুলো উল্লেখ কর।
৪) শুণ্যস্থান পূরণ কর ঃ-
ক। প্রথমে নিয়ত করবে অতঃপর বিসমিল্লাহ্ বলে ..... রাখবে। অতঃপর উহাতে ফুঁ দিয়ে মুখমন্ডল এবং ..... পর্যন্ত ও ডান করতল দিয়ে ..... পর্যন্ত মাসেহ করবে।
খ। তায়াম্মুমের শর্ত সমূহ হচ্ছে:
১)..... ২)..... ৩) .....
৫) তায়াম্মুম বিনষ্টকারী বিষয়গুলি উল্লেখ কর।

অনুচ্ছেদঃ হায়য (ঋতুস্রাব) ও তার বিধান

হায়যের সংজ্ঞাঃ হায়য বলা হয় এমন রক্তকে যা মাহিলাগর্ভ থেকে কোন অসুখ বা আঘাত জনিত কারণ ব্যতীত নির্দিষ্ট সময়মত নির্গত হয়।

ইহা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের মহিলাদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। গর্ভাবস্থায় সন্তানের খাদ্য হিসেবে আল্লাহ উহা মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন। মহিলা যখন গর্ভাবস্থায় থাকে না তখন উহা ব্যয় হওয়ার ক্ষেত্র না থাকায় নষ্ট হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ে বাহিরে নির্গত হয়। অতঃপর উহাকে মাসিক রক্তস্রাব বা ঋতুস্রাব বলা হয়।

যে বয়সে মহিলা ঋতুবতী হয়ঃ

কোন কোন ফিকাহ্বীদ বলেছেনঃ একজন রমণী ঋতুবতী হওয়ার নিম্ন বয়স হল নয় বছর এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ বছর। কিন্তু সঠিক অভিমত হল, যখনই হায়য দেখা যাবে তখনই উহার বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যখনই বন্ধ হয়ে যাবে উহার বিধানও প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং নয় বছরের পূর্বে বা পঞ্চাশ বছরের পরেও যদি উহা পাওয়া যায় তবে তাকে ঋতুবতী বলা হবে এবং নির্দিষ্ট বিধান প্রযোজ্য হবে। দলীল হিসেবে নিম্নলিখিত আয়াত পেশ করা হয়। আল্লাহ বলেনঃ

(يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ)

অর্থাৎ- (হে রাসূল) তারা আপনাকে হায়েয (ঋতুস্রাব) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন উহা অশুচি। কাজেই ঋতুকালে স্ত্রীদের (সহবাস করা) থেকে বিরত থাক। (সূরা বাক্বারা - ২২২)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুকুমকে উহার ইল্যাৎ তথা কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আর উহা হল অশুচি। সুতরাং এই অশুচি যখনই পাওয়া যাবে তখনই উহা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। এভাবে গর্ভাবস্থায় যদি ইহা পাওয়া যায় তবে সেখানেও হায়েযের বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে এ ক্ষেত্রে এই হায়েযকে ইদ্দত হিসেবে গণনা করা হবে না। কেননা, গর্ভবতীর ইদ্দত হল সন্তান প্রসব হওয়া।

হায়যের নিম্ন সীমা এবং উচ্চসীমাঃ

কোন কোন ফিকাহ্বিদ বলেছেনঃ হায়যের নিম্ন সীমা এক দিন এক রাত এবং উর্ধ্ব সীমা পনর দিন। কিন্তু এই নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। এর কম দিন বা বেশী দিন সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন সীমাও নেই। যখনই রক্ত ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট গাড় ও দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে তখনই উহা হায়েজ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু সাধারণ ভাবে উহা ছয় বা সাত দিন হয়ে থাকে।

এ কথার দলীল রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, যখন তিনি একজন অতিরিক্ত রক্তস্রাব জনিত রোগে আক্রান্ত মহিলাকে বলেছিলেনঃ (فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله...الحديث ...) "আল্লাহ্র ইলম অনুযায়ী তুমি ছয় বা সাত দিন হায়েয হিসেবে গণনা করবে।" (অতঃপর নামায, রোযা আদায় করবে।) (আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী)

হায়যের হুকুম বা বিধানঃ

(ক) ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া হারাম। এ কথার দলীল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ (يسألونكَ عَنْ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ، إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ) অর্থাৎ "আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েজ সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষন না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে। যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।" (সূরা বাক্বারা- ২২২)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত স্ত্রী মিলন সম্পূর্ণ হারাম বা অবৈধ।

অবশ্য এ অবস্থায় যৌনাঙ্গে সঙ্গম ব্যতীত স্ত্রীর সাথে অন্য কিছু করা হারাম নয়। হাদীসে এরশাদ হচ্ছেঃ (اصْنَعْ كُلَّ شَىْءٍ إلاَّ النِّكَاحَ) "যৌন সঙ্গম ছাড়া তুমি সব কিছু করতে পার।" (সহীহ্ মুসলিম)

ঋতুস্রাব অবস্থায় যদি কেহ যৌনমিলনে লিপ্ত হয় তবে তার উপর এই পাপের কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। কাফ্ফারার পরিমাণ হল এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার। এ ক্ষেত্রে দলীল হল- আবু দাউদ বর্ণিত একটি হাদীস। কোন কোন আলেম হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো, হাদীসটির বর্ণনা কারীগণ সকলেই নির্ভর যোগ্য। সুতরাং দলীল হিসেবে উহা গ্রহণযোগ্য।

এই কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলোঃ

১) ব্যক্তির জ্ঞান থাকা। (যে হায়য অবস্থায় ইহা হারাম)

২) স্মরণ থাকা। (ভুল ক্রমে নয়) এবং

৩) ইচ্ছাকৃত ভাবে সে কাজে লিপ্ত হওয়া। (কারো জবরদস্তী করার কারণে নয়।)

স্ত্রী যদি উক্ত কাজে স্বামীর অনুগত হয় তবে তারও উপর উক্ত কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

(খ) ঋতুবতী মহিলার জন্য নামায-রোযা বৈধ নয়। আদায় করলেও উহা বিশুদ্ধ হবে না। এ কথার দলীল রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ (...أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟...الحديث) "মহিলা কি এমন নয় যে, ঋতুবতী হলে নামায পড়বে না, রোযা রাখবে না? " (বুখারী ও মুসলিম)

পবিত্রতা অর্জনের পর রোজার কাজা আদায় করতে হবে, নামাযের কাজা আদায় করতে হবে না। মা আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আমরা রাসুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ঋতুবতী হলে রোযার কাজা আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশিত হতাম। নামাযের কাযা আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশিত হতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)

(গ) ঋতুবতীর উপর হারাম- অন্তরায় ব্যতীত পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা। আল্লাহ বলেনঃ (لاَيَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَّهَّرُوْنَ) অর্থাৎ "যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে (কুরআনকে) স্পর্শ করবে না। (সূরা ওয়াক্বিয়া- ৭৯)

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমর ইবনে হাযম (রাঃ) এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তাতে লিখেছেন, (لاَيَمَسَّ الْقُرآنَ إلاَّ طَاهِرٌ) অর্থাৎ "পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেহ কুরআন স্পর্শ করবে না।" (মালেক)

স্পর্শ না করে ঋতুবতীর মুখস্ত কুরআন পড়ার ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যামান। তবে না পড়াই উচিত। অবশ্য একান্ত প্রয়োজন যেমন- ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখস্ত পাঠ করতে পারে।

ঘ) ঋতুবতীর বাইতুল্লাহর তওয়াফ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মা আয়েশা (রাঃ)কে বলেছিলেনঃ (...فَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ) "হজ্জ সম্পাদনকারী একজন ব্যক্তি যা করে তুমিও তা করতে থাক। তবে পবিত্রতা অর্জন পর্যন্ত পবিত্র ঘর কা'বার তওয়াফ থেকে বিরত থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ঙ) ঋতুবর্তী মহিলার জন্য মসজিদে অবস্থান করা নাজায়েয। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (...فَإِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ) "কোন ঋতুবতী এবং নাপাক ব্যক্তির জন্য (যার উপর গোসল ফরয) মসজিদে অবস্থান করা আমি বৈধ করিনি।" (আবু দাউদ) তবে মসজিদ থেকে কোন জিনিস নেয়ার দরকার থাকলে তা নিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একদা আয়েশা (রাঃ)কে বললেনঃ ناَوِلِيْنِيْ الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، قالت: فقُلتُ : إِنِّيْ حائِضٌ، فقال: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ) "মসজিদ থেকে (আমার) চাদরটি এনে দাও। তিনি বললেন- আমি তো ঋতুবতী? তিনি জবাবে বললেনঃ তোমার হাতে তো হায়েয নেই। (মুসলিম)

ঋতুবতীর দু'আ, তাসবীহ্, তাহমীদ, তাহলীল ইত্যাদি পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই।

صفرة (পীত রং) كدروة (ধুসর রং) এর হুকুম ঃ

صفرة বলা হয় হলুদ রং মিশ্রিত রক্ত। এবং **كدروة** বলা হয় ময়লাযুক্ত পানির মত ধুসর রং কে। কোন মহিলার ঋতুর নির্দিষ্ট সময়ে যদি صفرة বা كدروة নির্গত হয় তবে উহা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু অন্য সময়ে নির্গত হলে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। দলীলঃ উম্মে আত্বীয়া (রাঃ) বলেনঃ "আমরা পবিত্রতা অর্জনের পর ছুফরা বা কুদরা গণনার মধ্যে ধরতাম না। (আবু দাউদ, ইমাম বুখারী "পবিত্রতা অর্জনের পর" শব্দ ব্যতীত হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

কিভাবে ঋতুবতী ঋতুর শেষ সময় চিনতে পারবে?

রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হলেই বুঝতে হবে হায়েয শেষ হয়েছে। এর দু'টি নিদর্শন রয়েছে ঃ

১। القصة البيضاء (ক্বাচ্ছা বাইযা) নির্গত হওয়া। উহা হল- এক প্রকার সাদা পানি (চুনা মিশ্রিত পানি সদৃশ্য) যা ঋতুস্রাবের পর নির্গত হয়। অবশ্য এ পানি নারীদের অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে।

২। শুষ্কতা ঃ অর্থাৎ যৌনাঙ্গে কাপড়ের টুকরা বা তুলা প্রবেশ করিয়ে দেখবে যে উহা শুষ্ক রয়েছে। কোন প্রকার রক্ত বা ছুফরা বা কুদরার চিহ্ন পাওয়া যাবে না।

হায়েয শেষ হওয়ার সময় ঋতুবতীর কি করা আবশ্যক?

হায়েয শেষ হওয়ার পর ঋতুবতী গোসল করবে; তথা পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সমস্ত শরীরে পানি ব্যবহার করবে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا

أدبرت فاغتسلي وصلي "ঋতুস্রাব শুরু হলে নামায পড়া ছেড়ে দিবে। আর শেষ হলে গোসল করবে এবং নামায পড়বে। (সহীহ বুখারী)

এই গোসলের পদ্ধতি বড় নাপাকী থেকে পত্রিতা অর্জনের জন্য গোসলের পদ্ধতির অনুরূপ।

গোসলের পর মিস্ক বা যে কোন সুগন্ধি যুক্ত তুলা যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো মুস্তাহাব। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আসমা (রাঃ) কে এরূপই নির্দেশে দিয়েছিলেন। (সহীহ্ মুসলিম)

একটি সতর্কতাঃ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) তাঁর ফতোয়ার কিতাবে (২২/৪৩৪) বলেনঃ অধিকাংশ উলামা তথা ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ (রহঃ) বলেনঃ ঋতুবতী যদি দিনের শেষ ভাগ তথা সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্র হয় তবে সে যোহর ও আসর উভয় নামায আদায় করবে। যদি রাতের শেষ ভাগ অর্থাৎ ফজরের পূর্বে পবিত্র হয় তবে মাগরিব এবং এশা উভয় নামায আদায় করবে। ছাহাবী আবদুর রহমান বিন আওফ, আবু হুরায়রা এবং ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে এরূপ ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ওযরের ক্ষেত্রে দু'নামায একত্রে একই সময় আদায় করা যায়।

প্রশ্নমালাঃ

১) হায়েযের সংজ্ঞা দাও? সর্ব নিম্ন এবং সর্বোচ্চ কত বয়সে এজন নারী ঋতুবতী হতে পারে? দলীল সহ উল্লেখ কর।

২) হায়েযের উচ্চ ও নিম্ন সময় সীমা কত দিন?

৩) নিম্নলিখিত মাসআলার হুকুম লিখঃ
   ক) ঋতুবতীর সাথে যৌন সম্ভোগ করা।
   খ) ঋতুবতীর নামায, রোজা, হজ্জ আদায় করা।
   গ) ঋতুবতীর কুরআনে কারীম স্পর্শ করা।
   ঘ) ঋতুবতীর মসজিদে অবস্থান করা।

৪) হায়েয শেষে নামায বা অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে ঋতুবতীর উপর কি করা আবশ্যক?

৫) নিম্ন লিখিত বাক্যগুলো শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় কর:
   ক) ঋতু অবস্থায় যৌনাঙ্গে সঙ্গম ব্যতীত স্ত্রীর সাথে অন্য কিছু করা হারাম।
   খ) ঋতৃবতী ছালাতের কাযা আদায় করবে, রোযার কাযা আদায় করবে না।
   গ) ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকলে ঋতুবতী মুখস্ত কুরআন পড়তে পারে।
   ঘ) প্রয়োজন ছাড়া ঋতুবতী দু'আ যিকির পড়তে পারবে না।

৬) 'ক' লাইনের বাক্যগুলোকে 'খ' লাইনের উপযুক্ত বাক্যের সাথে মিলিত কর।

[ক]	[খ]
ছুফরা	ময়লা-মাটিযুক্ত পনির মত রঙকে বলা হয়।
ক্বাচ্ছা বায়যা	হলুদ রং মিশ্রিত রক্ত
শুস্কতা	এক প্রকার সাদা পানি (চুনা মিশ্রিত পানি সদৃশ্য) যা ঋতুস্রাবের পর নির্গত হয়।
কুদরা	যৌনাঙ্গে কাপড়ের টুকরা বা তুলা প্রবেশ করিয়ে দেখবে যে উহা শুষ্ক রয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযা এবং উহার বিধান

সংজ্ঞাঃ ইস্তেহাযা বলা হয়- নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত মহিলার অধিকহারে রক্ত প্রবাহিত হওয়া। এ ধরণের অবস্থায় ঋতুর স্বাভাবিক রক্তের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে তার বিধান বর্ণনা করা কিছুটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

ইস্তেহাযা বিশিষ্ট মহিলার অবস্থাভেদ ঃ

ইস্তেহাযা বিশিষ্ট মহিলা সর্বদা পবিত্রতার বিধান গ্রহণ করবে। তার অবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম অবস্থা ঃ ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তার ঋতুর দিন তারিখ নির্দিষ্ট ছিল। যেমন- ৫ দিন বা ৮ দিন। মাসের প্রথমে অথবা শেষে। অতএব পূর্ব হিসাব মত নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত দিনগুলি হায়েয হিসেবে গণ্য করবে এবং নামায, রোযা থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর নির্দিষ্ট দিন পূর্ণ হলে গোসল করে নামায ইত্যাদি আদায় করবে। আর পরবর্তী দিনগুলি ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উম্মে হাবীবা (রাঃ)কে নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ (...امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) "তোমার ঋতুর নির্দিষ্ট দিন গুলোতে নামায ইত্যাদি থেকে বিরত থাক। অতঃপর গোসল করে নামায আদায় কর।" (বুখারী ও মুসলিম, ভাষ্য মুসলিমের)

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাঃ)কে বলেছিলেনঃ (... إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة... الحديث) "এটা অতিরিক্ত রক্ত। ইহা হায়েয নয়। যখন হায়েযের নির্দিষ্ট সময় আগমন করবে তখন সেই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে শুধু নামায ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ঋতুর দিন তারিখ এবং সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু নির্গত ঋতুস্রাব পার্থক্য যোগ্য। অর্থাৎ উহার কিছু অংশ কালবর্ণ বিশিষ্ট বা গাঢ়-ঘন বা দূর্গন্ধযুক্ত। তাহলে এই অংশ হায়য হিসেবে গণ্য হবে এবং এই গুণবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হওয়া পর্যন্ত নামায ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। আর প্রবাহিত রক্তের বাকী অংশ যদি উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের না হয়। তাহলে বুঝতে হবে ইহা ইস্তেহাযা। সুতরাং সে গোসল করে নামায ইত্যাদি আদায় করবে এবং নিজেকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাঃ)কে বলেছিলেনঃ (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعرف ، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق) "হায়েজের রক্ত হলে উহা চেনা যায়। উহা সাধারণতঃ কালচে বর্ণের হয়ে থাকে। সে সময় নামায ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। এবং যদি অন্য বর্ণের রক্ত হয় তবে ওযু করবে (এবং নামায পড়বে) কেননা তা অতিরিক্ত রক্ত ঋতু নয়। (আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্)

তৃতীয় অবস্থাঃ ঋতুর দিন-তারিখ নির্দিষ্ট নেই (ভুলে যাওয়ার কারণে অথবা সে প্রাপ্ত বয়স্কা হয়েছেই ইস্তেহাযা অবস্থায়) এবং রক্তের গুণা-গুণের মাধ্যমেও হায়েয থেকে ইস্তেহাযাকে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। তাহলে এমতাবস্থায় প্রতি মাসে ঋতুর সাধারণ সংখ্যা ছয় দিন বা সাত দিন হায়েয হিসেবে গণনা করে নামায থেকে বিরত থাকবে। কেননা, অধিকাংশ মহিলার এই সংখ্যাই সাধারণ ভাবে হয়ে থাকে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হামনা বিনতে জাহাশ (রাঃ)কে বলেছিলেনঃ (...إنما هي ركضة من الشيطان ، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رايتِ أنك قد طهرت واستنقأتِ فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين وأيامها وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك ....الحديث) "শয়তানের দুষ্টামি থেকে এরূপ হয়ে থাকে। সুতরাং তুমি ছয় দিন বা সাত দিন হায়েয হিসেবে গণনা করবে। অতঃপর গোসল করবে। অতঃপর পবিত্রতা অর্জন করে ২৪ দিন বা ২৩ দিন নামায পড়বে ও রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। অপরাপর ঋতুবতী যেরূপ করে থাকে তুমিও সেরূপ করতে থাক।" (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্)

ইস্তেহাযায় আক্রান্ত মহিলার পবিত্রতার দিন গুলিতে কি করা আবশ্যকঃ

ক। হায়েযের নির্দিষ্ট দিন শেষ হলে গোসল করা আবশ্যক।

খ। নামাযের সময় হলে যৌনাঙ্গ ধৌত করে সেখানে তুলা বা এ জাতীয় কিছু প্রবেশ করিয়ে তা যেন পড়ে না যায় এমন ভাবে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর ওযু করে নামায আদায় করবে। এরূপ প্রত্যেক নামাযের পূর্বে করবে। (এ অবস্থায় যৌন মিলন অবৈধ নয়।)

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মুস্তাহাযা মহিলা সম্পর্কে বলেছিলেনঃ (تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ وَالوَضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) "হায়েযের দিন গুলোতে নামায থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর গোসল করে পবিত্র হবে এবং প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযু করে নামায আদায় করবে।" (আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্)

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ (...أنعتُ لَكَ الْكُرْسُفَ فإنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمَ..) "আমি তোমাকে তুলা ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি উহা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দাও। যাতে করে রক্ত প্রবাহিত না হতে পারে।" (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্)

প্রশ্নমালাঃ

১) ইস্তেহাযার সংজ্ঞা দাও।

২) ইস্তেহাযার তিনটি অবস্থার বর্ণনা দলীল সহকারে উল্লেখ কর।

৩) মুস্তাহাযা (ইস্তেহাযা বিশিষ্ট মহিলা) কিভাবে নামায আদায় করবে?

অনুচ্ছেদঃ নেফাস (বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব)

সংজ্ঞাঃ

নেফাস এমন রক্তকে বলা হয়- যা সন্তান প্রসবের সময় বা তার পর মহিলা গর্ভ থেকে নির্গত হয়। প্রসবের পূর্বে যে রক্ত দেখা যায় তা যদি প্রসবের লক্ষণসহ নির্গত হয় তবে উহাও নেফাসের অন্তর্ভূক্ত হবে।

অপূর্ণ সন্তানের গর্ভপাত ঘটলে তার হুকুমঃ

এমন সন্তানের যদি গর্ভপাত ঘটে যায় যা অপূর্ণ কিন্তু তার মাথা বা হাত বা পা স্পষ্ট তবে এ ধরণের গর্ভপাত নেফাসের অন্তর্গত হবে। একজন গর্ভস্থ সন্তান যার মধ্যে মানুষ্য আকৃতি গঠিত হয় তার নিম্ন সীমা হল ৮১ দিন এবং উর্ধ্ব সীমা হল তিন মাস তথা ৯০ দিন। এই সময় সীমার আগে যদি গর্ভপাত হয় তবে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। কেননা, উহা অতিরিক্ত রক্ত বা প্রবাহিত নষ্ট রক্ত। এ অবস্থায় সে মুস্তাহাযা মহিলার ন্যায় নামায রোযা আদায় করবে।

নেফাসের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সময় সীমাঃ

এর সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই। কিন্তু সর্বোচ্চ সীমা সম্পর্কে বলা হয়েছে ৪০ দিন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্) এতএব, ৪০ দিনের পূর্বেই যদি পাক-পবিত্র হয়ে যায়, তবে সে নামায-রোযা করতে পারবে। আার যদি ৪০ দিনের পূর্বে স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর আবার (৪০দিনের মধ্যেই) যদি তা চালু হয় তবে তা নেফাস হিসেবেই গণ্য হবে।

নেফাসের বিধানঃ

নেফাসের বিধান হায়েযের বিধানের মতই। ঋতুবতী মহিলার উপর যা হারাম বা হালাল বা তার থেকে যা রহিত তার সাথে স্বামীর সাধারণ উঠাবসা, যৌনাঙ্গে সহবাস ব্যতীত সব কিছু জায়েয হওয়া ইত্যাদি বিষয় সন্তান প্রসবিনীর ক্ষেত্রেও প্রজোয্য।

প্রশ্নমালাঃ

১) নেফাস কি? উহার উচ্চ সীমা ও নিম্নসীমা কত দিন?
২) গর্ভপাতের ক্ষেত্রে প্রবাহিত রক্ত কখন নেফাস হিসেবে গণ্য নয়?
৩) নেফাসের বিধান কি?
৪) ৪০ দিনের পূর্বে স্রাব বন্ধ হয়ে আবার যদি তা ফিরে আসে তবে তার হুকুম কি?

অধ্যায়ঃ ছলাত (নামায)

ছলাত (الصلاة) শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'আ। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- নির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করা, যা তাকবীর তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে শুরু করতে হয় এবং তাসলীম তথা 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলে শেষ করতে হয়।

নামাযের ফযীলতঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

(إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ)

অর্থঃ "নিশ্চয় নামায অশ্লিলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে, আর আল্লাহ্র জিকির (স্মরণ) হল সবচাইতে বড়, এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তিনি জ্ঞান রাখেন।" (সূরা আনকাবুত- ৪৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেনঃ

(أرأيتُم لَوْ أنَّ نَهْراً بِبابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوْا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ . قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُوْ اللّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا)

"তোমরা কি মনে কর, তোমাদের কারো ঘরের সামনে যদি একটি নদী প্রবাহিত থাকে। এবং প্রতিদিন সে উহাতে পাঁচ বার গোসল করে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেনঃ তার শরীরে কোন ময়লাই বাকী থাকতে পারে না। তিনি বললেনঃ এরূপ উদাহরণ হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রেও। এভাবে নামাযের বিনিময়ে আল্লাহ্ নামাযীর যাবতীয় (ছোট) পাপ মোচন করে দেন।"

ইসলামে নামাযের মর্যাদাঃ

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামায হল দ্বিতীয় স্তম্ভ। কালেমার পরেই উহার স্থান। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে উর্ধ্বাকাশে মে'রাজে নিয়ে সরাসরি কথপোকথনের মাধ্যমে মুসলিম জাতির উপর এই নামায ফরয করেছেন।

বান্দা সর্বপ্রথম নামাযের ব্যাপারেই জিজ্ঞাসিত হবে। হাদীসে এরশাদ হচ্ছে- হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلاَتِهِ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ،وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ...)

"(কিয়ামতের ময়দানে) বান্দার সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে তা হল এই নামায, উহা যদি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সে মুক্তি পেয়ে গেল ও সফল হল। আর উহা যদি বিনষ্ট বা বরবাদ হয়ে যায়, তবে সে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল।" (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ্। হাদীছের ভাষ্য নাসাঈর)

নামাযের বিধানঃ

নিম্ন বর্ণিত শর্তানুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নামায ফরয ঃ

১) মুসলিম। (ঈমান আনয়নের পূর্বে কাফেরের উপর নামায ফরয নয়)

২) বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক। (নাবালেগের উপর নামায ফরয নয়)

৩) আকেল (জ্ঞানবান)। (বেহুশ বা পাগল বা অজ্ঞান ব্যক্তির উপর নামায ফরয নয়)
৪) পুরুষ অথবা মহিলা। (হায়েয বা নেফাস থাকাবস্থায় মহিলার উপর নামায ফরয নয়)
৫) স্বাধীন অথবা দাস।

ইসলামে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে কেহ যদি নামাযের অপরিহার্যতা অস্বীকার করে তবে এ সম্পর্কে তাকে জ্ঞানদান করা হবে। নসীহত গ্রহন করলে ভাল কথা। অন্যথায় সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে। আর অবাধ্যতা বা হঠকারিতার কারণে যদি নামাযের অপরিহার্যতা অস্বীকার করে তবে নামায পড়লেও সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে।

আর নামাযের অপরিহার্যতা স্বীকার করে উদাসীনতা বা অলসতার কারণে উহা পরিত্যাগ করলে (তিন দিন পর্যন্ত সুযোগ দেয়ার পর) তওবা না করলে ধর্মত্যাগী কাফের হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে।

বুরাইদা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)

"তাদের (কাফেরদের) এবং আমাদের মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাযে, যে উহা পরিত্যাগ করল সে কুফুরী করল।" (তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্)

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ

(إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ)

"নিশ্চয় একজন ব্যক্তি, শির্ক এবং কুফুরীর মাঝে (পর্দা বা) পার্থক্য হল নামায পরিত্যাগ করা।" (মুসলিম)

এ কারণে সন্তান সাত বছর বয়সে পদার্পণ করলেই তাকে নামাযের নির্দেশ দিতে হবে। যাতে করে সে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرَ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ)

"সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তোমারা তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ করবে। দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে তাদেরকে প্রহার করবে, এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে।" (আবু দাউদ)

অসময়ে নামায আদায় করাঃ

ইচ্ছাকৃত ভাবে অসময়ে নামায আদায় বৈধ নয় (হারাম)। তবে দুই নামায একত্রিত করার যে শরীয়ত সম্মত বিধান আছে সে অনুযায়ী অসময়ে নামায আদায় করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً

অর্থ "নিশ্চয় (নির্দিষ্ট) সময়ের মধ্যে নামায আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।" (সূরা নিসা- ১০৩)

দেখা যায় অনেকে কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য সূর্য উঠার পর টাইম দিয়ে এলার্ম ঘড়ি প্রস্তুত করে এবং ফযরের সময় জামাতের নামায পরিত্যাগ করে। এরূপ করা কাবীরা গুনাহ্র অন্তর্গত; বরং কোন কোন ফিকাহ্বিদ এরূপ করা কুফুরী বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

(إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ)

অর্থঃ "নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা (পাপাচার) ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে, আর আল্লাহ্র যিকির (স্মরণ) হল সবচাইতে বড়, এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তিনি জ্ঞান রাখেন।" (সূরা আনকাবূত- ৪৫)

নামাযের উপকারীতাঃ

ক) নামায ব্যক্তিকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্ বলেনঃ

(إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)

"নিশ্চয় নামায অশ্লিলতা (পাপাচার) ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবূত- ৪৫)

খ) বিপদ-মুসিবতে আত্মাকে শক্তিশালী করে। আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ)

অর্থাৎ- "তোমরা ধৈর্য্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" (সূরা বাকারা- ১৫৩)

গ) প্রভুর সাথে নামাযীর সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়। নামায হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির হৃদয়ের প্রশান্তি এবং তার সাহায্যকারী। যেমন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলতেন, হে বেলাল! নামাযের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি দাও।[২]

ঘ) নামায মুসলিম সমাজে প্রেম-ভালাবাসা এবং সত্যিকার ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন সৃষ্টিকারী। কেননা, দৈনন্দিন পাঁচবার শৃংখলার সাথে উহা আদায়ের লক্ষ্যে সমবেত হওয়া আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শ্রেষ্ঠ পন্থা। পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধতার জন্য সুন্দর নিয়ম।

আর একক প্রভুর উদ্দেশ্যে একটি মাত্র ইবাদত আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম হৃদয় ধাবিত হওয়া, সমভাবে প্রভুর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়া- তাদের আত্মীক পরিচ্ছন্নতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল সম্পর্কের দাবীদার।

ঙ) তাছাড়া আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, নামাযের মাধ্যমে শরীরের গ্রন্থি সমূহ এবং মাংশপেশীকে রোগমুক্ত রাখতে প্রভূত সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রশ্নমালাঃ

১) নামাযের সংজ্ঞা লিখ। তিনটি উপকারিতা উল্লেখ করে নামাযের ফযীলত সংক্রান্ত একটি দলীল লিখ।

২) শুণ্যস্থান পূরণ করঃ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামায হল ..... । ..... পরেই উহার স্থান। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে ..... মাধ্যমে মুসলিম জাতির উপর এই নামায ফরয করেছেন। বান্দা .....নামাযের ব্যাপারেই জিজ্ঞাসিত হবে।

৩) কোনটি শুদ্ধ আর কোনটি অশুদ্ধ বাক্য নির্ণয় কর।

ক) ছালাত প্রত্যেক ছোট, জ্ঞানবান মুসলিম নারী-পুরুষের উপর ফরয।

খ) যে ব্যক্তি নামাযকে অস্বীকার করবে তাকে সরাসরি কাফের বলতে হবে।

গ) অলসত বশত: ছালাত পরিত্যাগ করলে। তাকে তিন দিন তওবা করার সুযোগ দিতে হবে। তওবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে।

ঘ) শিশুর বয়স পাঁচ বছর হলে তাকে ছালাতের আদেশ দিতে হবে।

৪) অসময়ে নামায আদায়ের বিধান কি? দলীল সহ উল্লেখ কর ।

---

২. অর্থাৎ- ছালাতের সময় হয়ে থাকলে আযান দাও। আমরা ছালাত আদায় করে প্রশান্তি লাভ করি।

আযান ও ইকামাত

১। আযানঃ আযান হলো- নামাযের সময় সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া।

আযান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর পূর্ণতা এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর রিসালাতের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়। মুক্তি ও কল্যাণের প্রতি আহবান জানায়। আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং তিনি অংশীমুক্ত একথা দৃঢ় ভাবে প্রমাণ করে।

আযান হলো ইসলামের একটি বাহ্যিক নিদর্শন। আযানের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি আহবান জানানো হয়।

ইকামত হলো- নামাযে প্রবেশ করার জন্য ঘোষণা দেয়া।

২। আযান ও ইকামাতের বৈধকরণ এবং উহার পদ্ধতিঃ

হিজরতের প্রথম বছরে আযান শরীয়তভূক্ত হয়। মুসলমানগণ প্রথমে অনুমানের ভিত্তিতে নামাযের জন্য একত্রিত হতেন। অতঃপর ইসলামে আযান এল এক নামাযের সময়কে অপর নামাযের সময় থেকে পার্থক্য করার জন্য। এটি মুসলমানদের একটি সুন্দর নিদর্শন। এর মাধ্যমে তারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনা থেকে নিজেদের ইবাদতকে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বেহী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নামাযে মানুষকে একত্রিত করার জন্য নাকূস বা ঘন্টা বাজানোর নির্দেশ দিলেন। তখন এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি যে, জনৈক ব্যক্তি হাতে একটি নাক্বুস (ঘন্টা) বহণ করছে। আমি তাকে বললামঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার নাক্বুসটি কি বিক্রয় করবে? লোকটি বললঃ এটা দিয়ে তুমি কি করবে? আমি বললামঃ এর মাধ্যমে মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করব। সে বললঃ আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম পন্থা শিখিয়ে দেব? আমি জবাব দিলামঃ হ্যাঁ, শিখিয়ে দাও। লোকটি বললঃ তুমি এরূপ বলঃ

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لاإله إلاالله، أشهد أن لاإله إلاالله، أشهد أنَّ محمدًا رَسُوْلُ اللهِ، أشْهَدُ أنَّ محمداً رسول الله، حيَّ عَلىَ الصَّلاَةِ، حي على الصلاة، حي على الفَلاَحِ، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لاإله إلا الله.

উচ্চারণঃ আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আক্বার, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসুলুল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসুলুল্লাহ্, হাইয়্যা আলাস্সালাহ্, হাইয়্যা আলাস্সালাহ, হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ, হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।

অতঃপর লোকটি সামান্য পিছনে সরে গেল। তারপর বললঃ যখন নামাযের ইকামত দিবে তখন বলবেঃ

الله أكبرالله أكبر، أشهد أن لاإله إلاالله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبرالله أكبر، لاإله الإ الله.

প্রভাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে এসে তাঁকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে সংবাদ দিলে তিনি বললেনঃ "আল্লাহ চাহে তো ইহা সত্য স্বপ্ন। উঠ, বেলালকে (রাঃ) এই কথাগুলো শিখিয়ে দাও। সে আযান দিবে। কেননা, বেলালের কণ্ঠ স্বর তোমার চাইতে বেশী উঁচু।" (আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনু মাজাহ্)

উল্লেখিত আলোচনায় আযানের বাক্য এবং ইকামতের বাক্য সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল। ফজরের আযানের সময় হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্ বলার পর الصلاة خير من النوم। আস্সালাতু খাইরুম মিনান্নাওম ২ বার বলবে। (ইবনু মাজাহ্)

আযান ও ইকামতের সুন্নাত সমূহ ঃ

আজানের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলঃ

(১) আযানের শব্দগুলো তারতীল তথা উচ্চ স্বরে ধীরস্থীর ভাবে বলা।

(২) হাইয়্যা আলাস্সালাহ্ বলার সময় ডান দিকে এবং হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফেরাবে।

(৩) তারজী' করা। অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলার পর নীচু স্বরে আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাহ্ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ ২ বার করে বলবে। অতঃপর আবার সেগুলো উঁচু স্বরে ২ বার করে বলবে।

(৪) আযান কোন উঁচু স্থানে দেয়া।

মুআয্যিনের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলঃ

তিনি উঁচু আওয়াজ বিশিষ্ট ও বিশ্বস্থ হবেন। সময় সম্পর্কে পূর্ণ আবগতি থকাবেন। আযানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করবেন না। ঊছমান বিন আবুল আ'ছ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

قلت: يارسول الله!اجعلني أمام قومي، فقال أنت أمامهم، واقتل بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا

আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল আমাকে আমার গ্রামের ইমাম বানিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ "তুমি তাদের ইমাম। দুর্বল লোকদের প্রতি খেয়াল রাখবে। একজন মুআয্যিন নির্ধারণ করবে, যে আযানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না।" (নাসাঈ ও আবু দাউদ)

আযানের শ্রোতাদের জন্য সুন্নাত হলঃ

আযান শুনে প্রত্যেকেই তার জবাবে শব্দগুলো মুখে মুখে উচ্চারণ করবে। (ফজরের আযানের) আস্সালাতু খাইরুম্ মিনান্নাওমও বলবে। তবে হাইয়্যা আলাসসালাহ, হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ বলার সময় বলবেঃ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ লা-হাওলা ওয়ালা- ক্বুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

দু'আঃ

আযান শেষ হওয়ার পর মুআয্যিন ও শ্রবণকারী সকলের জন্য নিম্ন লিখিত দু'আগুলো পড়া সুন্নাতঃ

১) রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যখন তোমরা মুআয্যিনের আযান শুনবে তখন জবাবে আযানের শব্দগুলো অনুরূপভাবে মুখে উচ্চরণ করবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে অসীলার প্রার্থনা কর। অসীলা জান্নাতের একটি স্তরের নাম যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে শুধু একজর বান্দার জন্যই সমিচীন। আশা করি আমিই সে ব্যক্তি। যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলার প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে যাবে। (ছহীহ মুসলিম)

২) জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "যে আযান শুনে এই দু'আ পাঠ করবে:

(اللهم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَ الفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ)

অর্থঃ "হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভূ। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার অঙ্গিকার তুমি তাঁকে দিয়েছো।"

তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে।" (বুখারী)

৩) তারপর বলবে,

(اشهد أن لا أله ألا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً)

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এর্ব নিশ্চয় মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্কে প্রতিপালক, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি।"

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ পাঠ করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে।(মুসলিম)

৪) এরপর ইচ্ছানুযায়ী নিজের জন্য দু'আ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(لاَ يُرَدُّ الدُّعاَءُ بَيْنَ الأذاَنِ وَالإِقاَمَةِ)

"আযান এবং ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া সঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয় তখন তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং যিনি বড় তিনি ইমামতি করবেন।" (বুখারী, মুসলিম)

ইকামতের ক্ষেত্রে সুন্নাত হল- শব্দগুলো দ্রুত বলা।

আযানের ছওয়াব (প্রতিদান)ঃ

মুআয্যিনের জন্য অনেক ছওয়াব ও পুরস্কার রয়েছেঃ

১) মুআয্যিনের আওয়াজ যতদূর পৌঁছে ততদূর পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে। এবং তার সাথে যারা ছালাত আদায় করবে, তাদের ছালাতের অনুরূপ তাকে ছওয়াব দেয়া হবে। (অর্থাৎ- সকল মানুষ, জিন, তরুলতা, প্রাণী ইত্যাদী তার জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করে এবং আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। বা এর অন্য অর্থ হলো, যেস্থান পর্যন্ত তার আওয়াজ পৌঁছে সেস্থান পর্যন্ত যদি পাপে পূর্ণ থাকে তবে তাও ক্ষমা করে দেয়া হবে।)

রাসুলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ ،وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশ্তারা রহমাতের দু'আ করেন অগ্রবর্তী কাতারের জন্য। মুআয্যিনের কণ্ঠ যতদূর পৌঁছে ততদূর তাকে মাফ করা হয়। এবং প্রত্যেক সজীব নির্জীব

তার জন্য সাক্ষ্য দান করে। আর যারা তার সাথে ছালাত আদায় করে তাদের অনুরূপ তাকে প্রতিদান দেয়া হয়। " (নাসাঈ)

২) মানুষ, জিন, বৃক্ষ-লতা এবং জড় বস্তু যারাই তার কণ্ঠের আযান শুনে, তারা সবাই তার জন্য সাক্ষ্য দানকারী হবে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আবু সাঈদকে করেনঃ

(إِنِّيْ أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِيْ غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

"মনে হচ্ছে তুমি গ্রামে থাকতে এবং ছাগল চরাতে বেশী ভালবাস। যখন তুমি ছাগল চরাবে বা গ্রামে থাকবে তখন ছালাতের জন্য উচ্চ কণ্ঠে আযান দেয়ার চেষ্টা করবে। কেননা মুআয্যিনের আযান ধ্বনি মানুষ, জিন বা কোন বস্তু যেই শুনবে সবাই কিয়ামত দিবসে তার জন্য সাক্ষ্যদানকারী হবে।" (বুখারী)

৩) রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, (الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلَ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)"মুআয্যিনগণ কিয়ামত দিবসে সর্ব্বোচ্চ কাঁধ বিশিষ্ট হবে।" (সবাই তাদেরকে চিনতে পারবে।) (মুসলিম)

৪) তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً، وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً)

"যে ব্যক্তি বার বছর আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে। আর তার আযানের বিনিময়ে প্রতিদিন ষাটটি এবং ইকামতের জন্য তিরিশটি পূণ্য লিখা হবে।" (ইমাম বুখারী স্বীয় তারীখ গ্রন্থে, ইবনে মাজাহ, ত্বরানী ও হাকেম হাদীছটি বর্ণনা করেন। আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেন।)

প্রশ্নমালাঃ

১) আযান ও ইকামতের সংজ্ঞা দাও। উহা কখন শরীয়তভূক্ত হয় ?

২) আযান শরীয়ত ভূক্ত হওয়ার দলীল দাও ?

৩) আযানের পর কোন দুআ পড়া সুন্নাত ?

৪) মুআয্যিনের জন্য কি কি পুরস্কার রয়েছে ?

৫) [ক] লাইনের বাক্যগুলো [খ] লাইনের উপযুক্ত শব্দের সাথে মিলিয়ে দাও।

[ক]	[খ]
আযানের ক্ষেত্রে সুন্নাত হল	ধীরস্থির ভাবে হবে
ইকামতের ক্ষেত্রে সুন্নাত	উচ্চ আওয়াজে হতে হবে।
মুআয্যিনের জন্য সুন্নাত হল	তারজী'
শ্রবণকারীর জন্য সুন্নাত হল	সময় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা
	আমানতদারী
	শব্দগুলো দ্রুত বলা

অনুচ্ছেদঃ নামাযের শর্ত সমূহ

প্রথম শর্তঃ পবিত্রতা

অর্থাৎ নাপাকী থেকে পবিত্রতার্জন করা। শরীর, কাপড় এবং নামাযের স্থান থেকে যাবতীয় অপবিত্রতা দূরীভূত করা। অতএব একজন মুসলিম যখন নামাযের ইচ্ছা করবে তখন শরীরে নাপাকী থাকলে তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে, ওযু না থাকলে ওযু করবে, পবিত্র ও পরিস্কার কাপড় পরিধান করবে। এবং পবিত্রস্থানে নামায আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ (لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذاَ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) "তোমাদের কেহ অপবিত্র হলে ওযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তার নামায কবুল করবেন না।" (বুখারী, মুসলিম)

পৃথিবীর সকল স্থান নামায আদায়ের জন্য উপযুক্ত (অবশ্য নিম্ন লিখিত কয়েকটি স্থানে নামায আদায় বৈধ নয়ঃ গোরস্থান, শৌচাগার, উট বাঁধার স্থান, ময়লাযুক্ত স্থান এবং রাস্তার মধ্যে।) জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(....وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل....الحديث)

"যমীনের মাটি আমার জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ এবং মসজিদ স্বরুপ করা হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের কারো নিকট যদি নামাযের সময় উপস্থিত হয় তবে সে যেন উহা (দ্রুত) আদায় করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় শর্তঃ নামাযের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হওয়াঃ

সময়ের পূর্বে নামায আদায় করা বৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً)

অর্থ- "নিশ্চয় (নির্দিষ্ট) সময়ের মধ্যে নামায আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা নিসা- ১০৩)

যোহর নামাযের সময়ঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং অবশিষ্ট থাকে (সূর্য ঢলার পর) কোন বস্তুর ছাঁয়া তার বরাবর হওয়া পর্যন্ত।

আসরের নামাযের সময়ঃ যেখানে যোহরের নামাযের সময় শেষ হয় সেখান থেকে আসরের সময় শুরু হয়। অর্থাৎ- (সূর্য ঢলার পর) কোন বস্তুর ছাঁয়া তার বরাবর হওয়া পর থেকে শুরু হয় এবং উহা দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে। এটা হল আসর নামাযের উত্তম সময়। বিশেষ প্রয়োজনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ নামায পড়া যাবে।

মাগরিবের সময়ঃ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয় এবং পশ্চিমাকাশে লাল রেখা অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে।

এশার সময়ঃ পশ্চিমাকাশে লাল রেখা অস্তমিত হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এ নামাযের সময় প্রলম্বিত। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি এ নামায আদায় করা সম্ভব হয় তবে তা উত্তম।

ফজর নামাযের সময়ঃ সুবহে সাদেক (পূর্বাকাশে সাদা রেখা) উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ।

তৃতীয় শর্তঃ সতর ঢাকা (পুরুষ বা মহিলার শরীরের নির্দিষ্ট স্থান আবৃত করা)ঃ

উলামাগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, লজ্জাস্থান আবৃত করার সামর্থ থাকা সত্বেও উলঙ্গ হয়ে নামায আদায় করলে উহা বাতিল হিসেবে পরিগণিত হবে। পুরুষের জন্য নামাযে আবশ্যক (ফরয) সতর হল নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত। মহিলার মুখমন্ডল এবং কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ব্যতীত তার সমস্ত শরীর আবৃত করা ফরয। তবে অপরিচিত কোন পুরুষ আশেপাশে থাকলে উহা (মুখমন্ডল ও দু'হাত) আবৃত করাও আবশ্যক।

চতুর্থ শর্তঃ কিবলা মুখি হওয়াঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِيْ السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا شَطْرَهُ)

অর্থ- "নিশ্চয় আপনাকে আমি বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব অবশ্যই আপনাকে সেই কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর।" (সূরা বাকারা- ১৪৪)

কিবলা অনুসন্ধান করে নামায আদায় করা আবশ্যক। যে কা'বা দেখতে পাবে সে (সরাসরি) তাকে সম্মুখে রাখবে। আর যে দূরে থাকবে সে কা'বামুখি হয়ে নামায আদায় করবে। অবশ্য মুসাফির ব্যক্তি বাহণে আরহনাবস্থায় নফল নামায পড়তে পারবে। তাতে যে দিকেই তার মুখ হোক অসুবিধা নেই। এ বিধান জল, স্থল এবং আকাশ পথে সফরের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য নেই।

সফরাবস্থায় কিবলা নির্ধারণ যদি সম্ভব না হয়, তবে অনুমানের ভিত্তিতে নামায আদায় করবে। পরে উহা ভুল প্রমাণিত হলেও নামায ফিরিয়ে পড়ার দরকার নেই। আর শহরে অবস্থানকালে স্থায়ী অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করে কিবলা সম্পর্কে জেনে নিবে। কিবলা মুখি হতে অসামর্থ হলে এ শর্ত তার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্ বলেনঃ (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) অর্থঃ "আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতিত কোন কাজের ভার দেন না।" (সূরা বাকারা- ২৮৬)

পঞ্চম শর্তঃ নিয়ত করাঃ

নামায শুরুর আগে নির্দিষ্ট নামাযের জন্য নিয়ত করা প্রত্যেক নামাযীর উপর আবশ্যক। নিয়তের স্থান হল ক্বলব বা অন্তর। মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে নিয়ত করা বিদআত। কেননা এরূপ কোন বাক্য রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়নি। আর প্রত্যেক আমল যা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) করেন নি তাই বিদআত। তিনি এরশাদ করেনঃ

(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যার নির্দেশ আমার শরীয়তে নেই, তবে উহা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী, মুসলিম)

কোন আমল যদি নিয়ত বিহীন হয় তবে উহা বিশুদ্ধ হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى)

"প্রত্যেক আমল (গ্রহণ যোগ্যতা অগ্রহণ যোগ্যতা) নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যার সে নিয়ত করে।" (বুখারী, মুসলিম)

তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযের নিয়ত বৈধ। এর সামান্য আগেও যদি নিয়ত করে (ভঙ্গ না করলে) তবে উহাও বৈধ। অবশ্য ওযু করা, মসজিদে যাওয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমেও নিয়ত হয়ে থাকে। কেননা এ কাজগুলো সে নামাযের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কারণে করে নাই। তবে নির্দিষ্ট নামায শুরুর আগে বিশেষভাবে মনে মনে নিয়ত করে নেয়া ভাল।

প্রশ্নমালাঃ

১) নামাযের শর্ত সমূহ উল্লেখ কর ।

২) কোনটি শুদ্ধ এবং কোনটি অশুদ্ধ বাক্য নির্ণয় করঃ

ক) শরীর, কাপড় এবং নামাযের স্থান থেকে যাবতীয় অপবিত্রতা দূরীভূত করাকে পবিত্রতা বলা হয়।

খ) সময় হওয়ার আগে নামায পড়লেও তা বিশুদ্ধ হবে।

গ) সতর ঢাকার সামর্থ থাকার পরও উলঙ্গ অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাত বিশুদ্ধ হবে।

ঘ) মুসাফির অবস্থায় আরোহির উপর নফল ছালাত আদায় করতে চাইলে কিবলা মুখি হওয়া আবশ্যক।

ঙ) মুখে উচ্চারণ করে নির্দিষ্ট নামাযের জন্য নিয়ত করা আবশ্যক।

৩) নিম্ন লিখিত মাসআলাগুলোর দলীল উল্লেখ কর কুরআন থেকে অথবা হাদীস থেকে।
অপবিত্র ব্যক্তির ছালাত কবূল হবে না, পৃথিবীর সকল স্থানই নামাযের জন্য উপযুক্ত, ছালাতে কিবলা মুখি হওয়া আবশ্যক, কোন বিষয়ে কেউ অপারগ হলে তা তার উপর থেকে রহিত হয়ে যায়, নিয়ত অন্তরে করতে হবে।

৪) ফজর, যোহর, আসর, মাগরীব এবং এশা নামাজের প্রথম ও শেষ সময় নির্ধারণ কর।

৫) পার্থক্য নির্ণয় কর ঃ

ক) পুরুষের সতর এবং মহিলার সতর ।

খ) সফর বা শহরে যদি কিবলা সম্পর্কে জানা না থাকে।

গ) যে ব্যক্তি কা'বা দেখে এবং যে দেখেনা তার কিবলা মুখি হওয়া।

সমাপ্ত

সূচীপত্র

(الفهارس)

বিষয়বস্তুঃ পৃষ্ঠা ঃ

১.	পবিত্রতা অধ্যায়	২
২.	পানির প্রকার ভেদ এবং উহার বিধান	৩
৩.	পাত্র	৫
৪.	ইস্তেন্জা কুলুখ এবং শৌচ কার্যের বিধান	৭
৫.	ওযু ..	৯
৬.	মোজা প্রভৃতির উপর মাসেহ করা	১৪
৭.	গোসল	১৬
৮.	তায়াম্মুম	১৮
৯.	হায়য এবং উহার বিধান	২০
১০.	ইস্তেহাযা এবং উহার বিধান	২৪
১১.	নেফাস	২৬
১২.	অধ্যায় ছালাত (নামায)	২৭
১৩.	ইজান ও ইকামত	৩০
১৪.	নামাযের শর্ত সমূহ	৩৪
১৫.	সূচী পত্র	৩৭